ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সচিবালয়

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার
অঙ্গীকার ও নির্দেশনা সম্বলিত বার্তা, ২০২৫

জানুয়ারি ১,২০২৫ইং

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,
আসসালামু আলাইকুম।

সকলকে জানাচ্ছি ইংরেজি নববর্ষের শুভেচ্ছা।

মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ কৃপায় এবং আপনাদের সম্মিলিত ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ২০২৪ইং সালে আমাদের প্রিয় শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সাফল্যের নতুন উচ্চতায় উপনীত হয়েছে। এজন্য মহান আল্লাহ্ তা'লার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি, সেই সাথে আপনাদেরকে জানাচ্ছি ধন্যবাদ। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ২০২৫ইং সাল আমাদের জন্য নতুন প্রত্যাশা ও চ্যালেঞ্জ নিয়ে হাজির হয়েছে। এই নতুন বছরে আমাদের প্রিয় শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসিকে আমরা সকল মানদন্ডে সাফল্যের উচ্চতর শিখরে নিয়ে যাবো, ইন্শাআল্লাহ।

আপনারা সকলে জানেন যে, মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন একটি বৈশ্বিক সমস্যা যা বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের জন্যও একটি উদ্বেগের বিষয়। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন একটি দেশের শাসন ব্যবস্থা, অর্থনীতি এবং সামাজিক কল্যাণে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। মানিলন্ডারিং এর ফলে একটি রাষ্ট্রে সংঘবদ্ধ অপরাধ ও দুর্নীতি বৃদ্ধি পায়, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য বেসরকারি খাত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং দেশের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার পাশাপাশি মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ফলে একটি দেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠান তথা ব্যাংকসমূহও রেপুটেশনাল, অপারেশনাল, লিগ্যাল ও ফাইন্যান্সিয়াল রিস্ক এর সম্মুখীন হতে পারে। ব্যাংকিং ব্যবসার মূল সম্পদ হলো তার সুনাম, যা নষ্ট হলে আমানতকারীগণ তাদের আমানত তুলে নেয়, ভাল ঋণগ্রহীতাগণ ব্যাংকের সাথে ব্যাংকিং ব্যবসা বন্ধ করে দেয়, মন্দ ঋণ গ্রহীতাগণ সুযোগ খুঁজে। ফলে ব্যাংকের তারল্য সংকটসহ বিনিয়োগ ঝুঁকি বৃদ্ধি পায় এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে সেবা প্রদান করা কঠিন হয়ে পড়ে, যা ব্যাংকের অস্তিত্বকেও সংকটাপন্ন করে তুলতে পারে। তাছাড়া, ব্যাংক বিভিন্ন প্রকারের আইনী ও রেগুলেটরী সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে এবং ব্যাংকের রেটিং এরও অবনমন হয় ।

শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও সদা সচেষ্ট। ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আমি আমার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি এবং এক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণা করছি। এই লক্ষ্যে আমি ব্যাংকের সকল কর্মকর্তাকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধনী-২০১৫), সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (সংশোধনী-২০১২ ও ২০১৩) এবং এ সংক্রান্ত বিধিমালাসমুহ, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলার নং ২৬ তাং ১৬/০৬/২০২০ইং সহ অন্যান্য সার্কুলারসমূহ, বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্যান্য রেগুলেটরদের নির্দেশনা, ব্যাংকের বিদ্যমান "Money Laundering & Terrorist Financing Risk Management Guidelines" ও "Guidelines for Prevention of Trade Based Money Laundering" এবং সময় সময় জারীকৃত সকল সার্কুলার/নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে পরিপালনের নির্দেশনা প্রদান করছি।

আমাদের ব্যাংকের কর্ম পরিকল্পনা প্রনয়ন ও তা বাস্তবায়নে কম্প্লাইয়েন্স সব সময় অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে, ফলশ্রুতিতে আমরা ব্যবসা সম্প্রসারণের পাশাপাশি দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছি এবং সুনাম অর্জন করে চলেছি। এই ধারা অব্যাহত রাখতে ব্যাংকের বিদ্যমান "AML&CFT Compliance Program" এর বাস্তবায়নে আপনাদেরকে আরো সচেতন এবং সচেষ্ট হতে হবে ।

আমি আপনাদের পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, গ্রাহকসেবা ও অন্যান্য কার্যক্রমে কম্প্লাইয়েন্স নিশ্চিত করা আমাদের সকলের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব। কোন কর্মকর্তা যদি দায়িত্বে অবহেলা, অমনযোগিতা বা যথাযথ জ্ঞানের অভাবে বিদ্যমান মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ আইন, বিধিমালা, নীতিমালাসমূহ যথাযথ ভাবে মেনে চলতে ব্যর্থ হন তবে অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলার জন্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে দায়বদ্ধ হবেন এবং সেক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আইনী ও রেগুলেটরী বাধ্যবাধকতার আলোকে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অপরদিকে, যারা মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত বিধিবিধান ও অভ্যন্তরীণ নীতিমালা পরিপালনে উৎকর্ষতা দেখাবেন তাদের জন্য থাকবে বিশেষ সম্মাননা। আপনারা জানেন যে, আমরা কম্প্লাইয়েন্সের ক্ষেত্রে উৎকর্ষতার জন্য পুরস্কারের ঘোষনা দিয়েছি, যাতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত কম্প্লাইয়েন্সকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। আপনাদের সামগ্রিক সাফল্য ও ব্যর্থতা মূল্যায়নেও মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কম্প্লাইয়েন্সকে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

পরিশেষে, আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য ও সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করছি এবং সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শাহ্জালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সকল মাপকাঠিতে সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করবে এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

সকলকে ধন্যবাদ ।

মোসলেহ উদ্দীন আহমেদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা